বাংলা সাহিত্যে রোসাঙ রাজসভার গুরুত্ব

- ইসলামি সাহিত্যের দুটি ধারা- ১। ধর্ম বিষয়ক ২। ধর্ম নিরপেক্ষ
- বিষয় বস্তুর নতুনত্ব সংযোজিত হয়।
- হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির গভীর মিলন কাব্যে লক্ষ করা যায়।
- ধর্ম নিরপেক্ষ রোম্যান্টিক কাহিনি রচনার সূত্রপাত। ভক্তি কথার বদলে প্রেমের সঙ্গীত। মানুষের কামনা বাসনার অভিব্যক্তি দেখা যায়।
- মুসলমান পণ্ডিত মানুষজন বাংলার সৃষ্টি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।
- সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য আর থাকল না। সংযোগ সাধিত হল।
- ধর্ম সংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রনয় কাব্য রচনার সূচনা।
- বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবন ও সংস্কৃতির চিত্র।

দৌলত কাজী

➢দৌলত কাজীর কাব্য নাম ‘লোরচন্দ্রানী’ বা ‘সতীময়ানা’ ।

➢ কবি চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে সুফি মতালম্বী মুসলমান পরিবারে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

➢আরাকান রাজ থিরি-থু-ধম্মা অর্থাৎ শ্রীধর্মার রাজসভাকবি ছিলেন।

➢এই রাজার সমর সচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি কাব্য রচনা করেন।

➢কবি কাব্যটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

➢১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজ সান্দ-থু-ধম্মা অর্থাৎ চন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে কবি আলাওল এই কাব্যটি সমাপ্ত করেন।

লোরচন্দ্রানী বা সতী ময়নার কাহিনি

গোহারি দেশের রাজা মোহরার কন্যা চন্দ্রানী

চন্দ্রানীর সঙ্গে বামনের বিয়ে হয়। বামন নপুংসক ছিলেন । তাই বিয়ে সুখের হয় নি।

একদিন রাজা লোরের সঙ্গে চন্দ্রানীর সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

লোরের ময়নামতী নামে এক স্ত্রী ছিল। লোর স্ত্রীকে ছেড়ে চন্দ্রানীকে নিয়ে গোহারী দেশে থাকতে শুরু করেন।

লোরচন্দ্রানী বা সতী ময়নার কাহিনি

ময়না পতি বিরহে দিন কাটাতে থাকেন। ছাতন নামে এক রাজকুমার ময়নাকে পাওয়ার জন্য কুপ্রস্তাব পাঠায়। ময়না এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ময়নার বিরহ যন্ত্রণা লাঘবের জন্য এক সতী একটি উপকাহিনি শোনায়। উপকাহিনি শোনার পর ময়নার পতি মিলনের ইচ্ছা প্রকটিত হয়।

চন্দ্রানী এক ব্রাহ্মণকে স্বামীর কাছে দূত করে পাঠান। রাজা লোরকও ময়নার কথা স্মরণ করে অধীর হয়ে পরেন।

চন্দ্রানীর গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্যভার সমর্পণ করে লোরক ময়নাকে চন্দ্রানীর কাছে ফিরে আসেন। দুই রানীকে নিয়ে রাজা দিন কাটাতে থাকেন। রাজার মৃত্যু হলে তাঁরাও সহমৃতা হন।

দৌলত কাজীর বিশেষত্ব

➢প্রথম শক্তিশালী মুসলিম কবি ।

➢প্রথম দেব দেবীর কাহিনির পরিবর্তে মানব –মানবীর প্রণয় কাহিনি বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করে। কবি ছিলেন তার প্রথম পুরোহিত।

➢মুসলমান কবিরা আরবি, ফারসি চর্চা থেকে সরে এসে বাংলা ভাষা সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করলো।

➢বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র হিন্দুর প্রতিরোধের সাহিত্য হয়েই থাকল না। হিন্দু মুসলমান বাঙালির সংস্কৃতির সংযোগের সাহিত্য হয়ে উঠল।

➢কবির কাব্য প্রথম ধর্ম সংস্কারমুক্ত মানবীর প্রণয় কাহিনি- যা বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রয়াস।

➢কবির রচনায় সুফি ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার সম্মেলন সহজ হয়ে উঠেছে।

➢দৌলত কাজী রূপকথাকে পরিণত মনের উপযোগী রোম্যান্টিক কাহিনিতে পরিণত করেছেন। তাই তিনি মর্ত্য জীবন রসের কবি।

➢কবি মুসলমান হলেও হিন্দুর কাহিনিকে ঠিক হিন্দুর মতো করেই পরিবেশিত করেছেন।